আজকের কাগজ

তারিখ 25 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 7 ...

শিক্ষাঙ্গনগুলোকে বাঁচাতে হবে

স্বৈরাচারী শাসনামলে প্রথম শিক্ষাঙ্গনগুলো সন্ত্রাস কবলিত হয়। তৎকালীন স্বৈরাচারী এং বাহ্যজ্ঞানহীন কূপমণ্ডুক সরকার রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি, তারুণ্যকে বিভ্রান্ত করা এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার হীন প্রচেষ্টায় কলুষিত করা শুরু করেছিল শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনগুলোকে। অন্যান্য মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কিত মূল্যবোধেরও ঘটেছিল প্রচণ্ড অবক্ষয়। বিপন্ন হয়েছিল ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কও।

তারপরও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল শিক্ষাঙ্গনগুলোই। ছাত্র–শিক্ষক সকলেই তাদের মেধা, শক্তি, সাহস সবকিছুকেই কাজে লাগিয়ে দেশকে আর একটি বৈতরণী পার করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যে সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় তাঁরা স্বৈরাচারী প্রচণ্ড বাধার মুখে অকুতভয়ে রাজপথে নেমে এসেছিলেন তাঁদের সে আশা পূরণ হয়নি।

গত দু' বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি গণতান্ত্রিক সরকার দেশ শাসন করছে কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ, তথা শৃংখলা ফিরে আসেনি। সাম্প্রতিক কালে এ বিশৃংখল অবস্থা আরও অবনতিশীল হয়েছে। সন্ত্রাসে সংঘাতে এখন জর্জরিত দেশের সকল উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো। শিক্ষকরা আবার রাজপথে নেমেছেন। এবার কোন স্বৈরাচারকে হঠাতে নয়, তারা চাইছেন সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দেশের সর্বাধিক কৃতি, মেধাবী ও সচেতন গোষ্ঠি; তাঁদের উপলব্ধি, দাবি উপেক্ষণীয় হতে পারে না। তাঁদের দাবির যৌক্তিকতাও খণ্ডনীয় নয়। দেশবাসী জানেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আজ কি অবস্থা বিরাজ করছে। ছাত্র–শিক্ষক সকলের নিরাপত্তাই আজ বিঘ্নিত। শিক্ষকরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। দেশের সবচেয়ে বরেণ্য সমাজ স্তরের লোক হলেও অবক্ষায়িত মূল্যবোধের কারণে শিক্ষকরা রাষ্ট্র ও প্রশাসনের কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মানটুকুও পাচ্ছেন না।

দিনে দিনে বিভিন্নভাবে শিক্ষার পরিবেশকে বিনষ্ট করা হয়েছে। প্রশাসনিকভাবে লালিত সন্ত্রাসীরা শিক্ষকদেরকেও লাঞ্ছিত করতে পিছপা হয়নি। শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, তারা বিচার চেয়ে পাননি ক্রমাগত এমনি চলতে থাকায় এখন সন্ত্রাস মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে। আজ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে যে সন্ত্রাসী ঘটনাবলী ঘটে চলেছে তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একটি নৈরাজ্যিক রাজনৈতিক শক্তির হীন চক্রান্তের অংশ হিসেবেই যে এগুলো ঘটমান তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় উচ্চতর স্তর থেকে একে আঁড়াল করার প্রচেষ্টা চলছে। কেন এই দুঃখজনক প্রচেষ্টা তা আমাদের বোধগম্য নয়। নিশ্চয়ই গণতন্ত্রের শর্ত সাপেক্ষতার মধ্যে চিহ্নিত সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী শক্তির লালনের বিষয়টি বিবিবদ্ধ নয়। সহজ বুদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এগুলো না বোঝারও কথা নয়; তাঁরা কি বুঝতে পারছেন না যে এ অবস্থাকে প্রশয় দিলে শিক্ষা ব্যবস্থাই শুধু নয় জাতির ভবিষ্যতেও তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে এবং এখনই তার আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সমাজের সর্বপেক্ষা সম্মানিত স্তরের মানুষেরা আজ আবার রাজপথে নেমেছেন তাঁদের এবং জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এ সত্যটি আজ এ জাতিকে উপলব্ধি করতে হবে। তাই যে কোন মূল্যে তাঁদের দাবি মোতাবেক শিক্ষাঙ্গনগুলো থেকে তথা দেশ থেকে সন্ত্রাসী শক্তিকে সমূলে উৎপটন করতে হবে। এ ব্যাপারেও কোন আপোষ, কোন আঁড়াল করার বা দোষচাপানোর প্রচেষ্টা যেন আর চালানো না হয় এই আমাদের কামনা। সংশ্লিষ্ট সকলকে বুঝতে হবে যে, শিক্ষাঙ্গনগুলো না বাঁচলে দেশের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না।